দৈনিক বাংলা

তারিখ 0 8 MAR 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

প্রাথমিক শিক্ষার হাল

উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উন্নয়ন চাইলে শিক্ষা বিস্তার ঘটাতে হবেই। সঙ্গত কারণেই সরকার শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু আমাদের সমাজে শিক্ষা বিস্তার খুব সহজ কাজ নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষা সম্প্রসারণের পথে দারিদ্র্য প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে দেশের প্রায় সর্বত্রই বিরাজমান।

দৈনিক বাংলার রিপোর্টে পাবনার প্রাইমারি শিক্ষার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। পাবনায় লক্ষাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। প্রায় সাড়ে চার লাখ শিশুর মধ্যে সেখানে বিদ্যালয়ে যায় সাড়ে তিন লাখের চেয়েও কিছু কম। শিক্ষা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা এখানে দেড় লাখ ছাড়িয়ে যাবে এমন আশংকা আছে। যারা বিদ্যালয়ে যায় তারা সবাই টিকে থাকে এমন নয়। ভর্তির পর ৬০ ভাগ শিশু স্কুল ছেড়ে দেয়। এ অবস্থা শুধু যে পাবনা জেলার নয় একথা আমরা জানি। দেশের সব জেলাতেই কম-বেশী একই অবস্থা। সরকার প্রাইমারি শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন। শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এটা করতেই হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষা এবং বিনামূল্যে বই-খাতা সরবরাহও করা হচ্ছে। কিন্তু এর পরেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান অন্তরায় বিদ্যালয়ের অভাব। সবার জন্য শিক্ষা প্রকল্পের যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য দেশের সব অঞ্চলেই আরো প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন হবে। বিদ্যালয়ের জন্য শুধু দালান বা ঘরই যদিও যথেষ্ট নয়, তবু স্কুল-ঘরেরও অভাব আছে। সেই সঙ্গে অভাব রয়েছে শিক্ষক এবং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের। শিক্ষার জন্য আগ্রহ থাকলে এসব পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা আংশিক অতিক্রম করা হয়ত অসম্ভব হত না। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আগ্রহেও ভাটা পড়ে। প্রথম প্রথম অনেকে হয়ত উৎসাহ নিয়েই বিদ্যালয়ে এসেছে। নতুন বই-খাতা নাড়াচাড়া করেছে কিছুদিন। কিন্তু বেশীদিন আগ্রহ টেকেনি। কারণ দরিদ্র পরিবারের বাস্তব চাহিদাগুলি জ্ঞানচর্চার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। যে শিশু কৃষক বা তাঁতী পিতার কাজে সহযোগিতা করে সে স্কুলে গেলে কাজের জন্য ভাড়ায় লোক খাটাতে হয়। দরিদ্র পরিবারে সেটা সম্ভব নয়। ক্ষুন্নিবৃত্তি ও রুজি রোজগারই যে পরিবারে মূল সমস্যা সেখানে শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ জীইয়ে রাখা কঠিন হয়। আমাদের সমাজের শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনার এ সমস্যা মোকাবিলার ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে হবে। শ্রীলংকার মত কোন কোন দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বেলার খাদ্য সরবরাহ করা হয়। আমাদের দেশেও কোন কোন বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগে এ ব্যবস্থা চালু আছে এবং এতে উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। এই দরিদ্র দেশে এক বেলার অন্নসংস্থান বিরাট ব্যাপার। তাছাড়া অন্ন সংস্থানের জন্য যে শিশু কাজ করে তাকে বিদ্যালয়ে আনতে হলে এ ধরনের একটা ব্যবস্থার বোধহয় প্রয়োজন আছে।

আমরা উন্নয়ন চাই। উন্নয়নের জন্য সর্বজনীন শিক্ষাও আমাদের প্রত্যাশিত। শিক্ষা সম্প্রসারণের পরিকল্পনাকে বাস্তবভিত্তিক করার লক্ষ্যে সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ লক্ষ্য অর্জিত হবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।